



# BCS প্রিলিমিনারি

## লেকচার

### ১৩

### Lecture Content

☑ ধ্বনি পরিবর্তন

### Content



### Discussion



শিক্ষক ক্লাসে নিচের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রথমে বুঝিয়ে বলবেন।

### ধ্বনি পরিবর্তন

**ধ্বনি পরিবর্তন:**

দ্রুত বা অসাবধানে কথা বলার সময় পাশাপাশি ধ্বনি একে অপরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং শব্দের আদি, অন্ত্য, মধ্য ধ্বনির পরিবর্তন, আগমন, লোপ সাধিত হয়, একেই ধ্বনি পরিবর্তন বলে।

**ধ্বনি পরিবর্তন যতভাবে সাধিত হয়:**

নানাভাবে ধ্বনি পরিবর্তন হতে পারে। তবে প্রধানত চারভাবে ধ্বনি পরিবর্তন হতে পারে।

যেমন—

- (১) ভৌগোলিক কারণে;
- (২) উচ্চারণের দ্রুততার কারণে;
- (৩) বাক্যের অসাবধানতার কারণে;
- (৪) কথা বলতে সহজতর কারণে।

ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়ার সূতিকাগার জার্মানি। এখানে ধ্বনি পরিবর্তন নিয়ে ভাষা বিজ্ঞানীরা নানা ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান।

**আদি স্বরাগম (Prothesis):**

উচ্চারণের সুবিধার জন্য বা অন্য কোনো কারণে শব্দের আদিতে স্বরধ্বনি এলে তাকে আদি স্বরাগম বলে।

যেমন— স্কুল > ইস্কুল, স্টেশন > ইস্টিশন, স্তাবল > আস্তাবল, স্পর্ধা > আস্পর্ধা।

**মধ্যস্বরাগম/বিপ্রকর্ষ/স্বরভক্তি (Anaptyxis):**

মাঝে মাঝে উচ্চারণের সুবিধার জন্য বা অন্য কোন কারণে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মাঝখানে স্বরধ্বনি আসে। একে বলে মধ্যস্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি।

যেমন— রত্ন > রতন, ধর্ম > ধরম, প্রাতি > পিরীতি, গ্রাম > গেরাম, শ্লোক > শোলক, থেক > পেরেক।

**অন্ত্যস্বরাগম (Apothesis):**

কোনো কোনো সময় শব্দের শেষে অতিরিক্ত স্বরধ্বনি আসে, এরূপ স্বরাগমকে বলা হয় অন্ত্যস্বরাগম।

যেমন- দিশ্ > দিশা, পোখত > পোক্ত, বেঞ্চ > বেঞ্চি, সত্য > সত্যি।

**অপিনিহিতি (Apenthesis):**

পরের ই কার আগে উচ্চারিত হলে কিংবা যুক্তব্যঞ্জন ধ্বনির আগে ই কার বা উ কার উচ্চারিত হলে তাকে অপিনিহিতি বলে।

যেমন- আজি > আইজ, বাজি > বাইজ, দেখিয়া > দেইখ্যা, সাধু > সাউধ, আশু > আউশ, বাক্য > বাইক্য, সত্য > সইত্য, চারি > চাইর, মারি > মাইর, কালি > কাইল।

**অভিশ্রুতি (Umlaut, জার্মান ভাষা থেকে এসেছে):**

অপিনিহিতি শব্দের স্বরধ্বনিগুলো পরিবর্তন হয়ে যদি শব্দটি নতুন রূপ ধারণ করে, তবে তাকে অভিশ্রুতি বলে।

যেমন- শূনিয়া > শুইন্যা > শুনে, বলিয়া > বইল্যা > বলে, হাটুয়া > হাউটা > হেটো, মাছুয়া > মাউছা > মেছো, আজি > আইজ > আজ, আসিয়া > আইস্যা > এসে।

**অসমীকরণ (Dissimilation):**

একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য মাঝখানে যখন স্বরধ্বনি যুক্ত হয়, তখন তাকে অসমীকরণ বলে।

যেমন- টপ্‌টপ্‌ > টপাটপ, ধপ্‌ধপ্‌ > ধপাধপ, ফট্‌ফট্‌ > ফটাফট, চট্‌চট্‌ > চটাচট।

**স্বরসঙ্গতি (Vowel harmony):**

একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে শব্দে অপর স্বরের পরিবর্তন ঘটলে তাকে স্বরসঙ্গতি বলে।

যেমন- দেশি > দিশি, বিলাতি > বিলিত।

**স্বরসঙ্গতি চার প্রকার-**

১. প্রগত ২. পরাগত ৩. মধ্যগত ৪. অন্যান্য।

[অগ্রধান ১টি প্রকার- চলিত বাংলা স্বরসঙ্গতি। যেমন- ইচ্ছা > ইচ্ছে]

**প্রগত স্বরসঙ্গতি (Progressive):**

আদিস্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তন হলে তাকে প্রগত স্বরসঙ্গতি বলে।

যেমন- মুলা > মুলো, তুলা > তুলো, ধুলা > ধুলো।

**পরাগত স্বরসঙ্গতি (Regressive):**

অন্ত্যস্বরের কারণে আদিস্বর পরিবর্তন হলে তাকে পরাগত স্বরসঙ্গতি বলে।

যেমন- দেশি > দিশি, আখো > আখুয়া > এখো।

**মধ্যগত স্বরসঙ্গতি (Mutual):**

আদিস্বর ও অন্ত্যস্বর কিংবা অন্ত্যস্বর অনুযায়ী মধ্যস্বর পরিবর্তন হলে তাকে মধ্যগত স্বরসঙ্গতি বলে।

যেমন- বিলাতি > বিলিতি।

**অন্যোন্মত স্বরসঙ্গতি (Reciprocal):**

আদি ও অন্ত্য দু স্বরই পরস্পর প্রভাবিত হলে তাকে অন্যোন্মত স্বরসঙ্গতি বলে।

যেমন- মোজা > মুজো।

**সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ (Hapology):**

দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদি, অন্ত্য বা মধ্যবর্তী কোনো স্বরধ্বনির লোপ পাওয়াকে বলা হয় সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ।

যেমন- জানালা > জালনা।

**সম্প্রকর্ষ ৩ প্রকার-**

১. আদি, ২. মধ্য, ৩. অন্ত্য।

**আদি স্বরলোপ (Aphesis):**

দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদিস্বরধ্বনি লোপ পাওয়াকে আদিস্বরলোপ বলে।

যেমন- অলাবু > লাবু > লাউ, অতসী > তিসি, উড়ুস্বর > ডুমুর।

**মধ্যস্বরলোপ (Syncope):**

দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের মধ্যস্বর লোপ পাওয়াকে মধ্যস্বরলোপ বলে।

যেমন- অগুরু > অগ্রু, সুবর্ণ > স্বর্ণ।

**অন্ত্যস্বরলোপ (Apocope):**

দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের অন্ত্যস্বর লোপ পাওয়াকে অন্ত্যস্বরলোপ বলে।

যেমন- আশা > আশ, আজি > আজ, চারি > চার, সন্ধা > সঞা > সাঁঝ।

**ধ্বনি বিপর্যয় (Metathesis):**

শব্দের মধ্যে দুটো ব্যঞ্জনের পরস্পর পরিবর্তন ঘটলে তাকে ধ্বনি বিপর্যয় বলে।

যেমন- বাক্স > বাস্ক, রিক্সা > রিস্কা, পিশাচ > পিচাশ, লাফ > ফাল, তলোয়ার > তরোয়াল, বারানসি > বেনারসি, মুকুট > মটক।

**সমীভবন (Assimilation):**

শব্দমধ্যস্থ দুটো ভিন্ন ধ্বনি একে অপরের প্রভাবে অল্পবিস্তার সমতা লাভ করে। এ ব্যাপারকে বলা হয় সমীভবন।

যেমন- ধর্ম > ধম্ম, গল্প > গল্প, জন্ম > জন্ম।

**সমীভবন ৩ প্রকার-**

১. প্রগত ২. পরাগত ৩. অন্যান্য।

**প্রগত সমীভবন (Progressive):**

পূর্ব ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ পরবর্তী ধ্বনি পূর্ববর্তী ধ্বনির মত হয়, একে প্রগত সমীভবন বলে।

যেমন- চক্র > চক্ক, পকু > পক্ক, পদ্ম > পদ্দ, লগ্ন > লগ্গ, গলদা > গল্লা।

**পরাগত সমীভবন (Regressive):**

যখন পূর্ব ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনির পরিবর্তন হয়, তখন একে বলে পরাগত সমীভবন।

যেমন- তৎ + জন্ম > তজ্জন্ম, তৎ + হিত > তদ্ধিত, উৎ + মুখ > উন্মুখ।

**অন্যান্য সমীভবন (Mutual):**

যখন পরস্পরের প্রভাবে দুটো ধ্বনিই পরিবর্তন হয় তখন তাকে অন্যান্য সমীভবন বলে।

যেমন- সংস্কৃত সত্য > প্রাকৃত সচ্চ, সংস্কৃত বিদ্যা > প্রাকৃত বিজ্জা ইত্যাদি।

**বিষমীভবন (Dissimilation):**

দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে বিষমীভবন বলে।

যেমন- শরীর > শরীল, লাল > নাল।

**দ্বিত্ব ব্যঞ্জন (Long consonant):**

কখনো কখনো জোর দেওয়ার জন্য শব্দের অন্তর্গত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। একে দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জন দ্বিত্বতা বলে।

যেমন- পাকা > পাক্কা, সকাল > সন্কাল।

**ব্যঞ্জন বিকৃতি:**

শব্দের মধ্যে কোনো কোনো সময় কোন ব্যঞ্জন পরিবর্তন হয়ে নতুন ব্যঞ্জন ব্যবহৃত হয়। একে বলে ব্যঞ্জন বিকৃতি।

যেমন- কবাট > কপাট, ধোবা > ধোপা, ধাইমা > দাইমা।

**ব্যঞ্জনচ্যুতি**

পাশাপাশি সমউচ্চারণের দুটো ব্যঞ্জন ধ্বনি থাকলে তার একটি লোপ পায়। এরূপ লোপকে বলা হয় ধ্বনিচ্যুতি বা ব্যঞ্জনচ্যুতি।

যেমন- বউদিদি > বউদি, বড়দাদা > বড়দা।

**অন্তর্হতি**

পদের মধ্যে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তাকে বলে অন্তর্হতি।  
যেমন- ফাল্লুন > ফাগুন, ফলাহার > ফলার, আলাহিদা > আলাদা।

**র-কার লোপ**

আধুনিক চলিত বাংলায় অনেক ক্ষেত্রে র-কার লোপ পায় এবং পরবর্তী ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হয়। একে র-কার লোপ বলে।

যেমন- তর্ক > তরু, করতে > কত্তে, মারল > মাল্ল, করলাম > করলাম।

**হ-কার লোপ**

আধুনিক চলিত ভাষায় অনেক সময় দুই স্বরের মাঝামাঝি হ-কারের লোপ পাওয়াকে হ-কার লোপ বলে।

যেমন- পুরোহিত > পুরুত, গাহিল > গাইল, চাহে > চায়, সাধু > সাছ, আল্লাহ > আল্লা, শাহ > শা।

**য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি**

শব্দের মধ্যে পাশাপাশি দুটো স্বরধ্বনি থাকলে যদি এ দুটো স্বর মিলে একটি দ্বিস্বর বা যৌগিক স্বর না হয়, তবে এ স্বর দুটোর মধ্যে উচ্চারণের সুবিধার জন্য একটি ব্যঞ্জন ধ্বনির মত অন্তঃস্থ 'য়' বা অন্তঃস্থ 'ব' উচ্চারিত হয়। এই অপ্রধান ব্যঞ্জনধ্বনিটিকে বলা হয় য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি।

যেমন- মা + আমার = মা (য়) মায়ামার। যা আ = যা (ও) যা = যাওয়া। এরূপ নাওয়া, খাওয়া, নেওয়া ইত্যাদি। য়-শ্রুতি এবং ব-শ্রুতিকে ইংরেজিতে Euphonic glides বলে।

**গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন****১. কোনটি অপিনিহিতির উদাহরণ?**

ক. ইস্কুল খ. আইজ গ. গেলাস ঘ. ধপাধপ খ

**২. আদিস্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তিত হলে, কোন ধরনের স্বরসঙ্গতি হয়?**

ক. পরাগত খ. মধ্যগত গ. প্রগত ঘ. অন্যান্য গ

**৩. ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ কোনটি?**

ক. আজি > আইজ খ. পিশাচ > পিচাশ  
গ. পাকা > পাক্কা ঘ. স্কুল > ইস্কুল খ

**৪. শরীর > শরীল কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন?**

ক. স্বরলোপ খ. বিষমীভবন  
গ. অভিশ্রুতি ঘ. বর্ণ বিকৃতি খ

**৫. 'কাঁদনা > কান্না'- কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ?**

ক. অভিশ্রুতি খ. অপিনিহিত  
গ. সমীভবন ঘ. বিষমীভবন গ





এক কথায়

উত্তর

০১. কোন ভাষায় সাহিত্যের গভীর ও অভিজাত্য প্রকাশ পায়?  
- সাধু ভাষায়।
০২. সংস্কৃত ভাষা থেকে কোন ভাষার উৎপত্তি হয়েছে?  
- হিন্দি।
০৩. সাধু ও চলিত ভাষার মূল পার্থক্য কোন পদে বেশি দেখা যায়?  
- ক্রিয়া ও সর্বনাম।
০৪. 'যে কথা একবার জমিয়ে বলা গিয়াছে, তাহার ফেনাইয়া ব্যাখ্যা করা চলে না।'  
- চলিত ভাষায় এ বাক্যে ভুলের সংখ্যা কয়টি? - ৪টি।
০৫. 'একদা মরণ-সমুদ্রের বেলাভূমিতে দাঁড়াইয়া কোন এক আরবীয় সাধক বলিয়াছিলেন'- এ বাক্যাংশটি কোন রীতিতে লিখিত?  
- সাধু রীতিতে।
০৬. উপভাষা (Dialect) কোনটি?  
- অঞ্চল বিশেষের মানুষের মুখের কথা।
০৭. 'তিনি হাঁটিতে ভাবিতেছিলেন, শুধুমাত্র মনীষী-বাক্যই তো জীবনুত যুবসমাজের কল্যাণ বহিয়া আনিতে যথেষ্ট নহে।' - চলিত রীতিতে লেখা বাক্যটিতে ভুলের সংখ্যা। - সাত।
০৮. 'জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রহারে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটেতে লাগিল' - সাধু ভাষায় লিখিত বাক্যটিতে ভুলের সংখ্যা কয়টি?  
- তিন।
০৯. 'গুরুচণ্ডালী দোষ' বলতে বুঝায়-  
- সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ।
১০. 'অতঃপর বিভ্রান্তমুক্ত হয়ে রোগগ্রস্ত পিতা পুত্র সম্বন্ধে যা জানিতেন সবই খুলে বলিলেন।' - সাধু ভাষার বাক্যটিতে ভুলের সংখ্যা কয়টি?  
- চার।
১১. পৃথিবীতে বর্তমানে কতগুলো ভাষা প্রচলিত? - আড়াই হাজার।
১২. 'সাধুভাষা' পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহার করেন-  
- রাজা রামমোহন রায়।
১৩. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার কয়টি শাখা? - দুইটি।
১৪. মানুষের মুখে উচ্চারিত অর্থবোধক ও মনোভাব প্রকাশক ধ্বনি সমষ্টিকে বলে-  
- ভাষা।
১৫. ভাষার জগতে বাংলার স্থান কততম? - ৬ষ্ঠ।
১৬. ভাষার কোন রূপ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম? - প্রাকৃত।
১৭. বাংলা ভাষা কোন মূল ভাষার অন্তর্গত? - ইন্দো-ইউরোপীয়।
১৮. বাংলা ভাষার উৎপত্তিকাল-  
- সপ্তম শতাব্দী।
১৯. ভাষার মৌলিক রীতি-  
- বলার ও লেখার রীতি।
২০. বাংলা সাধু ভাষা বলতে বুঝায়-  
- তৎসম শব্দবহুল ভাষার রীতি।
২১. আঞ্চলিক ভাষার অপর নাম কী? - উপভাষা।
২২. কোন ভাষারীতির পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট?  
- সাধু ভাষা।
২৩. ভাষা প্রকাশের মাধ্যম কয়টি? - ২টি।
২৪. সাধু ও চলিত রীতিতে অভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয় কোন পদ?  
- অব্যয়।
২৫. ভাষার কোন রীতিতে কেবলমাত্র লেখ্যরূপ ব্যবহৃত হয়?  
- সাধু রীতি।
২৬. সাধুরীতিতে কোন পদটির দীর্ঘরূপ হয় না? - অব্যয়।
২৭. ভারতীয় ভাষার নিদর্শন যে গ্রন্থে পাওয়া যায়, তার নাম-  
- ঋগ্বেদ।
২৮. চলিত ভাষায় আদর্শরূপে গৃহীত ভাষাকে বলা হয়-  
- প্রমিত ভাষা।
২৯. কোন অঞ্চলের মৌলিক ভাষাকে ভিত্তি করে চলিত ভাষা গড়ে উঠেছে?  
- কলকাতা।
৩০. ভাষার কোন রীতি পরিবর্তনশীল? - চলিত রীতি।
৩১. ভাষার কোন রীতি তদ্ভব শব্দবহুল? - চলিত রীতি।
৩২. ক্রিয়া, সর্বনাম ও অনুসর্গের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়-  
- সাধু ভাষারীতিতে।
৩৩. চলিত ভাষায় কোনটির রূপ সংক্ষিপ্ত হয়-  
- অনুসর্গের।
৩৪. 'উহা' কোন রীতির শব্দ? - সাধু।
৩৫. সাধু ভাষার শব্দে 'ঈ' এর স্থলে চলিত ভাষায় কোন কোমল রূপ ব্যবহৃত হয়?  
- ঙ।
৩৬. পাণিনি কে ছিলেন?  
- বৈয়াকরণিক।
৩৭. উপমহাদেশের প্রথম ছাপাখানা কোন সালে স্থাপিত হয়েছিল?  
- ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে।
৩৮. ব্যাকরণ শব্দের সঠিক অর্থ কোনটি? - বিশেষভাবে বিশ্লেষণ।
৩৯. বাগধারা ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?  
- বাক্যতত্ত্বে।
৪০. কারক ও সমাস ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?  
- রূপতত্ত্বে।
৪১. ব্যাকরণের কাজ কী?  
- ভাষার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা আবিষ্কার করা।
৪২. ব্যাকরণের প্রধান কাজ হচ্ছে-  
- ভাষার বিশ্লেষণ।
৪৩. বাংলা ব্যাকরণ প্রথম রচনা করেন-  
- এন.বি. হ্যালহেড।
৪৪. প্রাচীন বাংলা ব্যাকরণ-  
- A Grammar of the Bengali Language

৪৬. 'ব্যাকরণ' কোন ভাষার শব্দ? - সংস্কৃত।
৪৭. বচন, লিঙ্গ, পুরুষ ইত্যাদি আলোচিত হয়- - রূপতত্ত্বে।
৪৮. ব্যাকরণের উচ্চতর পর্যায়ে আলোচিত হয়- - অর্থতত্ত্বে।
৪৯. ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়? - ধ্বনিতত্ত্ব।
৫০. নিচের কোনটি ব্যাকরণের পাণিনি ধারা? - শাকটায়নী।
৫১. 'ব্যাকরণ মঞ্জরী' কার লেখা? - ড. মুহম্মদ এনামুল হক।
৫২. কোন শাসনামলে বাংলা লিপির স্থায়ী রূপ তৈরি করে অক্ষর গঠনের কাজ শুরু হয়? - সেন আমলে।
৫৩. কোন লিপি ডানদিক থেকে লেখা হয়? - খরোষ্ঠীলিপি।
৫৪. ভারতীয় চিত্রলিপির দুটি প্রাচীন রূপ হলো- - ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী।
৫৫. বাংলা মুদ্রাক্ষরের জনক বলা হয় কাকে? - চার্লস উইলকিন্স।
৫৬. বাংলা লিপি স্থায়ী রূপ লাভ করে কখন? - পাঠান আমলে।
৫৭. বাংলায় নাসিক্য ধ্বনি ক'টি? - পাঁচটি।
৫৮. বাংলা স্বরধ্বনিতে মোট কয়টি মৌলিক স্বর আছে? - ৭টি।
৫৯. বাংলায় স্বরধ্বনি আছে- - এগারটি।
৬০. বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ কয়টি? - ৩৯টি।
৬১. বাংলা স্বরধ্বনিতে কয়টি হ্রস্বস্বর আছে? - ৪টি।
৬২. মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি? - ৭টি।
৬৩. বাংলা বর্ণমালায় স্বরবর্ণ কয়টি? - ১১টি।
৬৪. বাংলা বর্ণমালায় মোট বর্ণ কয়টি? - ৫০টি।
৬৫. কোন দুটি স্বরের মিলিত ধ্বনিতে 'ঐ' সৃষ্টি হয়? - অ + ই।
৬৬. 'জ' হলো- - তালব্য বর্ণ।
৬৭. 'ধ্বনি দিয়ে আঁট বাধা শব্দই ভাষার 'ইট' - এই 'ইট' কে বাংলা ভাষায় কী বলে? - বর্ণ।
৬৮. 'ক্ষ' বর্ণটির বিশ্লেষণ হল- - ক্ + ষ।
৬৯. 'ক্ষ' যুক্ত বর্ণটি ভাঙলে কোন দুটি বর্ণ পাওয়া যায়? - ষ্ + ঞ।
৭০. শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশকে বলা হয়- - বর্ণ।
৭১. অর্থবোধক ধ্বনিকে বলা হয়- - শব্দের ক্ষুদ্রতম একক।
৭২. বাংলা ভাষায় 'ঞ'-হরফটির উচ্চারণ কত প্রকারের হয়? - দুই।
৭৩. বাংলা ব্যাকরণে পরাশ্রয়ী বর্ণযুক্ত শব্দ কোনগুলো? - রং, চাঁদ, দুঃখ ইত্যাদি।
৭৪. দুটি মৌলিক স্বরবর্ণ যোগে যে অক্ষর সৃষ্টি হয় তাকে কী বলে? - যৌগিক স্বর।
৭৫. বাংলা বর্ণমালায় পূর্ণমাত্রা ব্যবহৃত হয় কয়টি বর্ণে? - ৩২টি।
৭৬. বাংলা বর্ণমালায় অর্ধমাত্রার বর্ণ কতটি? - ৮টি।
৭৭. 'ড়' এবং 'ঢ়' ধ্বনিগুলোকে বলে- - তাড়নজাত।
৭৮. স্বরধ্বনির মধ্যে কোন দুটি মূল স্বরধ্বনি নয়? - ঐ, ও।
৭৯. জ্ঞ - যুক্তবর্ণটি কোন্ কোন্ বর্ণের মিলনে গঠিত হয়? - জ + ঞ।
৮০. পাশাপাশি দু'টো স্বরধ্বনি একাক্ষর হিসেবে উচ্চারিত হলে তাকে কী বলে? - যৌগিক স্বরধ্বনি।
৮১. বাক্যের ক্ষুদ্রতম একক- - শব্দ।
৮২. বাঙালি শিশুরা কোন বর্ণের ধ্বনিগুলো আগে শেখে? - প-বর্ণের তাড়নজাত ব্যঞ্জনধ্বনি ড়, ঢ়।
৮৩. ভাষার মূল উপকরণ কী? - ধ্বনি।
৮৪. 'অ এবং আ' এর উচ্চারণ স্থান- - কণ্ঠ।
৮৫. 'হ' এই যুক্ত ব্যঞ্জে কোন কোন বর্ণ আছে? - হ্ + ন।
৮৬. 'রক্ষা' শব্দের সংযুক্ত বর্ণ কোন কোন বর্ণ নিয়ে গঠিত? - ক + ষ।
৮৭. 'স্পষ্টরূপে' শব্দটির বিশ্লেষণ- - সু + স্পষ্ট + রূপ + এ
৮৮. বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ কতটি বর্ণে ভাগ করা হয়েছে? - পাঁচ।
৮৯. এক প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টিকে বলে- - অক্ষর।
৯০. 'মই' কথাটির ই-কে কী বলে? - অর্ধস্বর।
৯১. 'ঙ' ধ্বনিটির সঠিক উচ্চারণ- - উয়ো।
৯২. 'খণ্ডত' (৭) প্রকৃত প্রস্তাবে কোন বর্ণের খণ্ড রূপ? - ত।
৯৩. চ-বর্ণীয় ধ্বনির আগে কোনটি ব্যবহৃত হয়? - ঞ।
৯৪. পরের 'ই' ও 'উ' কার আগেই উচ্চারিত হওয়ার রীতিকে কি বলে? - অপিনিহিতি।
৯৫. যে রীতিতে 'ল্লান' শব্দটি 'সিনান' (ল্লান > সিনান) শব্দে পরিণত হয় তার নাম- - স্বরাগম।
৯৬. একই স্বরের পুনরাবৃত্তি না করে মাঝখানে স্বরধ্বনি যুক্ত হয় তাকে কী বলে? - অসমীকরণ।
৯৭. 'মগজ' শব্দের উচ্চারণ- - মগোজ।
৯৮. ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ- - পিশাচ > পিচাশ।
৯৯. মধ্যস্বরাগমের সমার্থক কোনটি? - বিপ্রকর্ষ।
১০০. আদ্যস্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তিত হলে কোন ধরনের স্বরঙ্গতি হয়- - প্রগত স্বরঙ্গতি।
১০১. তৎ - হিত > তদ্ধিত কোন ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়া? - সমীভবন।
১০২. ফাল্গুন > ফাগুন - ধ্বনি পরিবর্তনের কোন প্রক্রিয়া এখানে কার্যকর হয়েছে? - অন্তর্হতি।
১০৩. 'ফলাহার' থেকে ফলার শব্দটি হওয়ার কারণ- - বর্ণলোপ।





## Home Work

**Teacher's Class Work** অনুযায়ী নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীরা প্রথমে নিজে নিজে করবে এবং পরে উত্তর মিলিয়ে নিতে হবে।

১। রত্ন > রতন হওয়ার ধ্বনিসূত্র-

- ক) স্বরভক্তি  
খ) স্বরসংগতি  
গ) অপিনিহিতি  
ঘ) অভিশ্রুতি

২। যে রীতিতে 'স্নান' শব্দটি সিনান (স্নান = সিনান) শব্দে পরিণত হয়, তার নাম-

- ক) অভিশ্রুতি                      খ) স্বরাগম  
গ) বিপ্রকর্ষ                      ঘ) অভিকর্ষ

৩। মধ্যস্বরাগমের সমার্থক কোনটি?

- ক) স্বরসংগতি                      খ) অভিশ্রুতি  
গ) সম্প্রকর্ষ                      ঘ) বিপ্রকর্ষ

৪। পরের 'ই' কার ও 'উ' কার আগেই উচ্চারিত হওয়ার রীতিকে কি বলে?

- ক) স্বরাগম                      খ) বিপ্রকর্ষ  
গ) অপিনিহিতি                      ঘ) অভিশ্রুতি

৫। কোনটি অপিনিহিতির উদাহরণ?

- ক) ইস্কুল                      খ) আইজ  
গ) গেলাস                      ঘ) ধপাধপ

৬। আশু > আউশ এটি ধ্বনি পরিবর্তনের কোন নিয়মের উদাহরণ?

- ক) অপিনিহিতি                      খ) সমীভবন  
গ) বিপ্রকর্ষ                      ঘ) বর্ণ বিপর্যয়

৭। একই স্বরের পুনরাবৃত্তি না করে মাঝখানে স্বরধ্বনি যুক্ত হয়, তাকে কি বলে?

- ক) সম্প্রকর্ষ                      খ) পরাগত  
গ) স্বরসঙ্গতি                      ঘ) অসমীকরণ

৮। আদিষ্মর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তিত হলে কোন ধরনের স্বরসঙ্গতি হয়?

- ক) পরাগত                      খ) মধ্যগত  
গ) প্রগত                      ঘ) অন্যান্য

৯। স্বরসঙ্গতির উদাহরণ কোনটি?

- ক) হইবে > হবে  
খ) জালিয়া > জাইল্যা > জেলে  
গ) দেশি > দিশি  
ঘ) রাত্রি > রাইত

১০। কোনটিতে মধ্যস্বরলোপ ঘটেছে?

- ক) গামছা                      খ) মশারি  
গ) লুঙ্গি                      ঘ) চাদর

### উত্তরপত্র

১	ক	২	গ	৩	ঘ	৪	গ	৫	খ	৬	ক	৭	ঘ	৮	গ	৯	গ	১০	ক
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---



## Self Study

০১। ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ কোনটি?

- ক) আজি = আইজ  
খ) পিষাচ = পিচাশ  
গ) পাকা = পাক্কা  
ঘ) স্কুল = ইস্কুল

০২। শরীর > শরীল কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন?

- ক) স্বরলোপ  
খ) বিষমীভবন  
গ) অভিশ্রুতি  
ঘ) বর্ণ বিকৃতি

০৩। কোনটি বিষমীভবন এর উদাহরণ?

- ক) অঙ্ক > আঁক  
খ) লাল > নাল  
গ) কাচ > কাঁচ  
ঘ) পুখি > পুঁথি

০৪। ফাল্গুন > ফাগুন ধ্বনি পরিবর্তনের কোন প্রক্রিয়া এখানে কার্যকর হয়েছে?

- ক) ধ্বনিবিকার  
খ) শ্রুতিধ্বনি  
গ) অন্তর্হতি  
ঘ) ধ্বনি বিপর্যয়

০৫। 'ফলাহার' থেকে 'ফলার' শব্দটি হওয়ার কারণ-

- ক) ধ্বনি বিপর্যয়  
খ) বর্ণদ্বিত্ব  
গ) বর্ণাগম  
ঘ) বর্ণলোপ

০৬। পতুঁগিজ 'আনানস' বাংলায় 'আনারস' এটি কী ধরনের পরিবর্তন?

- ক) সাদৃশ্য  
খ) বৈসাদৃশ্য  
গ) অর্থগত  
ঘ) ধ্বনিতাত্ত্বিক

০৭। নিচের কোনটি ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ নয়?

- ক) প্রাতিপাদিক  
খ) অভিশ্রুতি  
গ) অপিনিহিতি  
ঘ) ধ্বনি-বিপর্যয়

০৮। মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ ধ্বনির মতো উচ্চারিত হলে, তাকে বলে-

- ক) অভিকর্ষ  
খ) অভিশ্রুতি  
গ) ক্ষীণায়ন  
ঘ) বিপ্রকর্ষ

০৯। নিচের কোনটি ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ?

- ক) রিসকা  
খ) বিলিতি  
গ) শেয়াল  
ঘ) ইসকুল

১০। কোনটি ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ?

- ক) শরীল > শরীর  
খ) হংস > হাঁস  
গ) লাফ > ফাল  
ঘ) দুর্গা > দুগ্গা

১১। স্বরসঙ্গতির উদাহরণ কোনটি?

- ক) হইবে > হবে  
খ) রাত্রি > রাইত  
গ) দেশী > দিশী  
ঘ) কোনটাই নয়

১২। বড় > বড্ড-এটি কোন ধরনের পরিবর্তন?

- ক) বিষমীভবন  
খ) সমীভবন  
গ) ব্যঞ্জনদ্বিত্ব  
ঘ) ব্যঞ্জন-বিকৃতি

### উত্তরপত্র

০১	খ	০২	খ	০৩	খ	০৪	গ	০৫	ঘ	০৬	ঘ	০৭	ক	০৮	গ	০৯	ক	১০	গ
১১	গ	১২	গ																

## Class Exam

১. রত্ন &gt; রতন হওয়ার ধ্বনিসূত্র-

- ক. স্বরভক্তি/স্বরাগম
- খ. স্বরসংগতি
- গ. অপিনিহিতি
- ঘ. অভিশ্রুতি

২. পরের 'ই' কার ও 'উ' কার আগেই উচ্চারিত হওয়ার রীতিকে কি বলে?

- ক. স্বরাগম
- খ. বিপ্রকর্ষ
- গ. অপিনিহিতি
- ঘ. অভিশ্রুতি

৩. আদিষ্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তিত হলে, কোন ধরনের স্বরসঙ্গতি হয়?

- ক. পরাগত
- খ. মধ্যগত
- গ. প্রগত
- ঘ. অন্যান্য

৪. ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ কোনটি?

- ক. আজি > আইজ
- খ. পিচাচ > পিচাশ
- গ. পাকা > পাক্কা
- ঘ. স্কুল > ইস্কুল

৫. কোনটি বিষমীভবন এর উদাহরণ?

- ক. অঙ্ক > আঁক
- খ. লাল > নাল
- গ. কাচ > কাঁচ
- ঘ. পুথি > পুঁথি

৬. 'ফলাহার' থেকে 'ফলার' শব্দটি হওয়ার কারণ-

- ক. ধ্বনি বিপর্যয়
- খ. বর্ণদ্বিত্ব
- গ. বর্ণাগম
- ঘ. বর্ণলোপ

৭. নিচের কোনটি ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ নয়?

- ক. প্রাতিপদিক
- খ. অভিশ্রুতি
- গ. অপিনিহিতি
- ঘ. ধ্বনি-বিপর্যয়

৮. স্বরসঙ্গতির উদাহরণ কোনটি?

- ক. হইবে > হবে
- খ. রাত্রি > রাইত
- গ. দেশি > দিশি
- ঘ. কোনোটিই নয়

৯. ক্লাশ &gt; কিলেশ, প্রীতি &gt; পিরীতি, গ্লাস &gt; গেলাস এগুলো কিসের উদাহরণ?

- ক. অপিনিহিতি
- খ. আদি স্বরাগম
- গ. মধ্য স্বরাগম
- ঘ. অন্ত্য স্বরাগম

১০. 'কাঁদনা' &gt; কান্না'- কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ?

- ক. অভিশ্রুতি
- খ. অপিনিহিতি
- গ. সমীভবন
- ঘ. বিষমীভবন

এই Lecture Sheet পড়ার পাশাপাশি **biddabari** কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া এ্যাসাইনমেন্ট এর বাংলা অংশটুকু ভালোভাবে চর্চা করতে হবে।